International Parkinson and Movement Disorder Society

বংশগত্ত অসমক্রিয়া
রোগীদের জন্য আবশ্যকীয় তথ্য

এটা কি ?

বংশগত অসমক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অনেকগুলো রোগের সমন্বয় যেখানে প্রধান উপসর্গ হলো অসমক্রিয়া। অসমক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি, অনিয়ন্ত্রিত আড়স্ট নড়াচড়া এবং ভারসাম্যহীনতা সহ হাঁটতে সমস্যা। নির্দ্দিষ্ট কিছু জিনের পরিবর্তন হলো অসমক্রিয়ার কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগটি পরিবারের একাধিক সদস্যকে আক্রান্ত করে ; যাহোক কখনও কখনও পারিবারিক ইতিহাস নাও থাকতে পারে। বংশগত অসমক্রিয়ায় শুধুমাত্র অসমক্রিয়া একমাত্র উপসর্গ নয়। অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষনগুলো হলো ঃ-

- ধীর স্থীরতা এবং কম্পন
- মোচরানো, বাঁক অথবা অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া (ডিসটোনিয়া)
- অস্বাভাবিক অনুভূতি যেমন হাতে ও পায়ে অসাড়তা, ঝিন ঝিন ও জ্বালা পোড়া, যেখানে মাংশপেশীর দুর্বলতা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে (নিউরোপ্যাথি)

অন্যান্য অঙ্গগুলো আক্রান্ত হতে পারে যেমন হৃদপিন্ড (কার্ডিওমায়োপ্যাথি) অথবা চক্ষু (রেটিনোপ্যাথি)।

কিভাবে এটা বংশানুক্রমিক ?

প্রধানত ৪টি ভাগে এটি বংশানুক্রমিক হতে পারে।

অটোসোমাল প্রকট ঃ বাবা অথবা মা যে কোন একজন হতে একটি অস্বাভাবিক জীনের আগমন প্রয়োজন। কোন একজনের একটি অস্বাবাভিক জীন থাকলে তার সন্তানদের মাঝে এই রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা ৫০%।

অটোসোমাল প্রচ্ছন্ন ঃ এইক্ষেত্রে বাবা মা দুজনের নিকট থেকেই অস্বাভাবিক জীনের আগমন হতে হবে। যদি বাবা, মা দুজনের মধ্যেই অস্বাভাবিক জীন থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের ২৫% সম্ভাবনা থাকে উক্ত জীন উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে এবং রোগক্রান্ত হতে। সাধারনত বাবা মা বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন কিন্তু তারা থাকেন সুস্থ এবং রোগের কোন লক্ষণ থাকেনা।

এক্স-সংযুক্ত অসমক্রিয়া ঃ অস্বাভাবিক জীনের অবস্থান এক্স ক্রোমোজোমে এবং জীনটি মা (সাধারনত সুস্থ) হতে সন্তানের মাঝে আসে।

মাইটোকন্ড্রিয়া অসমক্রিয়া ঃ যখন মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএ তে অস্বাভাবিক জীন থাকে তখন এই রোগ হয়। মাইটোকন্ড্রিয়া হলো কোষের অংশ যা শক্তি উৎপাদন করে। এই রোগ সাধারণত মা হতে প্রবাহিত হয়।

কি কি সাধারন অসমক্রিয়া ?

অটোসোমাল প্রকট অসমক্রিয়া ঃ

স্পাইনোসেরিবেলার অসমক্রিয়া (SCA)ঃ বর্তমানে ৩৬ টি জীনের অস্বাভাবিকতাকে এই রোগের কারন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। SCA সাধারনত শুরু হয় প্রারম্ভিক বয়স থেকে শেষ সাবালকত্ব বয়সে। অসমক্রিয়া ছাড়াও আপনার হতে পারেঃ

- শরীরের অনিয়ন্ত্রিত, অস্বাভাবিক নড়াচড়া
- মনোযোগ, চিন্তা ও স্বরণশক্তির সমস্যা
- দৃষ্টি সমস্যা অথবা চোখের অস্বাভাবিক নড়াচড়া
- পায়ে এবং হাতে অসাড়তা, ঝিনঝিন, জ্বলন (নিউরোপ্যাথি)

অনিয়মিত অসমক্রিয়াঃ এই অসমক্রিয়াগুলি শুরু হয় শৈশবকালে এবং পূনঃপূনঃ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভারসাম্যহীনতা ও মাথা চক্কর দেয়া এই রোগের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ব্যায়াম এর ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অটোসোমাল প্রচ্ছন্ন অসমক্রিয়াঃ

এই রোগগুলো সাধারনত ২০ বছর বয়সের আগে শুরু হয়। এইগুলো সাধারনত জটিল ও অক্ষমতা সম্পন্ন রোগ। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় এই রোগের অন্যতম উদাহরন হলো ফ্রেইডরিক্স অ্যাটাক্সিয়া(Friedrichs Ataxia)। রক্তের এক ধরনের জেনেটিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নিশ্চিত করা যায়। উপসর্গগুলো হতে পারে ঃ-

- অনুভূতি হীনতা
- অস্বাভাবিক মেরুদন্ডের বাঁক (Kyphoscoliosis)
- হৃদপিন্ডের সমস্যা (কার্ডিওমায়োপ্যাথি)
- ডায়াবেটিস

এক্স-সংযুক্ত অসমক্রিয়া ঃ এই রোগগুলির অন্তর্ভূক্ত হলো ভঙ্গুর এক্স সংক্রান্ত কম্পন অসমক্রিয়া সিন্ড্রোম (Fragile X-associated Tremor- Ataxia-FXTAS).

মাইটোকন্ড্রিয়া সংক্রান্ত অসমক্রিয়া ঃ এই রোগগুলির অন্তর্ভূক্ত হলো ঃ

- মায়োক্লোনিক মৃগী লাল তন্তু সিন্ড্রোম (Myclonic epilepsy ragged red fiber MERRE).
- নিউরোপ্যাথি, অসমক্রিয়া ও রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা (NARP)
- কেয়ার্ন- সাইরে সিনড্রোম-(Kearn-Sayre syndrome)
- POLG সংক্রান্ত রোগসমূহ (ataxia neuropathy spectrum)

কিভাবে এটা নির্ণয় করা হয় ?

অসমক্রিয়া নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার আপনার উপসর্গগুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করেন। আপনার কাছ থেকে জানা হতে পারে ঃ-

- তিন প্রজন্মের পারিবারিক ইতিহাস
- শারিরীক এবং স্বারবিক পরীক্ষা
- কিছু প্রয়োজনীয় ইমেজিং (মস্তিস্কের সিটি বা এমআরআই) এবং পরীক্ষাগারের পরীক্ষা সমূহ

তবে নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয়ের একমাত্র পন্থা হলো রক্ত বা লালার রস থেকে জেনেটিক পরীক্ষা করা। যা হোক জেনেটিক পরীক্ষার ফলাফল নেতিবাচক হলেও আপনার জেনেটিক রোগের সম্ভাবনা থাকে; যেহেতু অল্প কিছু সংখ্যক জীন সম্পর্কে জানা গেছে এবং তাদের পরীক্ষা করা সম্ভব। জেনেটিক কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে আপনি এবং আপনার পরিবার এই রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সেটা পরিবার পরিকল্পনার জন্য সহায়ক হবে।

কোন চিকিৎসকা আছে কি ?

কিছু বিরল বংশগত অসমক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে।

যা হোক অধিকাংশ অসমক্রিয়া তাদের উপসর্গের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা হয়। আপনি আপনার জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারেন নিম্মোক্তভাবেঃ-

- শারিরীক চিকিৎসা (Physical therapy)
- কথা বলার চিকিৎসা (Speech therapy)
- পেশাগত চিকিৎসা (Occupational therapy)
- নির্দ্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য চিকিৎসা যন্ত্র (Medical device)

মূল: ইন্টারন্যাশনাল পারকিনসন এন্ড মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি
বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনায়: মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ